সংবাদ

তারিখ 26 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

যশোরে

স্কুলের জমিতে ফের প্রকৌশল অফিস নির্মাণ কাজ

ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী-অভিভাবক

যশোর অফিস

আন্দোলনের চাপে এক বছর থেমে থাকার পর যশোর জিলা স্কুলের জমিতে আবারও শিক্ষা প্রকৌশল অফিস নির্মাণ শুরু হয়েছে। এতে জিলা স্কুলের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্কুলের জায়গায় ভবন নির্মাণ না করতে মঙ্গলবার দুপুরে যশোরের ডেপুটি কমিশনারকে স্মারকলিপি দিয়েছেন জিলা স্কুল সাবেক ছাত্র সমিতির নেতৃবৃন্দ।

গত বছর নভেম্বরে কাজ আরম্ভের গুঞ্জন শুরু হলে প্রবল প্রতিবাদে ফেটে পড়েন যশোর জিলা স্কুলের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরা। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন তারা। সে সময়ও যশোর ডিসির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন জিলা স্কুল সাবেক ছাত্র সমিতি। সে সময় জিলা স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ড. হুমায়ুন কবীর বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলেও নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু এক বছর পার না হতেই একই স্থানে বিশ শতক জমির উপরে একই ডিজাইনে একই প্রকল্পে নির্মাণ করা হচ্ছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের অফিস। এজন্য মঙ্গলবারও স্মারকলিপি দিয়ে ভবন নির্মাণ না করার দাবি জানানো হয়। যশোরের ডিসি ড. হুমায়ুন কবীর স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যশোর জিলা স্কুল সাবেক ছাত্র সমিতি সাধারণ সম্পাদক এজেডএম সালেক, ইয়াসিন আলী, এসএম তৌহিদুর রহমান, নিয়াজ মোহাম্মদ, শেখ আব্দুল্লাহ হুসাইন, শাহরিয়ার বাবু, হাবিবুর রহমান মিলন প্রমুখ। যশোর জিলা স্কুলের জমিতে এর আগে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে বিশ শতক জমির ওপর শুরু হয়েছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের অফিস নির্মাণের কাজ। এভাবে একের পর এক স্কুলের জায়গায় সরকারি দফতর নির্মাণের কারণে কমছে জমির পরিমাণ। এতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে একাডেমিক ভবন নির্মাণে স্থান সংকটে পড়বে ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অথচ ১৮৩৮ সালে ১১৪ জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলের বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ২ হাজার ৩০ জন। গত বছর ছিল ১ হাজার ৯৮৫ জন। ফলে দিন দিন আসন বাড়তে থাকা এই স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন জিলা স্কুল সাবেক ছাত্র সমিতির নেতাকর্মী ও সদস্যরা। যশোর জিলা স্কুল সাবেক ছাত্র সমিতি সাধারণ সম্পাদক এজেডএম সালেক বলেন, সেখানে অফিস হলে দরপত্র আহ্বান, দাখিল, টেন্ডারবাজি সংক্রান্ত ঝামেলা লেগেই থাকবে। এতে শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়বে বলে মনে করছেন অভিভাবকরা। ছাত্র সমিতির আরেক নেতা যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান মিলন জানান, শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। ইতোমধ্যে ১৩ জেলায় ১৩টি সরকারি স্কুলে উচ্চ মাধমিক শ্রেণী চালু হয়েছে। যদি যশোর জেলায় সরকারি স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাহলে যশোর জিলা স্কুল অগ্রাধিকার পাবে। তখন শিক্ষার্থী সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে একাডেমিক ভবন নির্মাণে স্থান সংকট দেখা দেবে। এসব কারণ বিবেচনায় রেখে জিলা স্কুলের জমি সুরক্ষারও দাবি জানাচ্ছি। যশোর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক একেএম গোলাম আযম বলেন, এই ভবন নির্মাণ হলে স্কুলের প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে।